



হুটাত্ একদিন সাগরের বাবা ফোন করে বললেন সাগর নাকি পাগল হয়ে গেছে ।

কাহিনীর বর্ণনা জানতে চাইলে তিনি বলেন , আগেরদিন নাকি তাদের বাসায় চুরি হয়ে গেছে । তার চেয়েও বড় কথা, সাগর চোরকে দেখতে পেয়ে কিংবা হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে !

(২)

মোহাম্মদপুরে কাদেবাবাদ হাউজিংয়ের আশে-পাশে আমাদের ‘পাঁচতালা’ কমিটির বৈঠক বসত । সেই বৈঠকে যথায়ত কারণেই সাগরকে আমরা নির্বোধ বলে ডাকতাম । প্রথমে তা আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে তা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে যায় ।

সাগরের যে বুদ্ধি বা উপস্থিত বুদ্ধি একেবারেই নেই তা বোধহয় কেউ তাকে বলেছিল । শুধু বলেই নি , এটা নিয়ে কটাক্ষ কিংবা হাসাহাসিও করেছিলো বোধহয় । তাই সাগর এমন একখানা কাভ ঘটিয়েছিল , তা কেবল তার নির্বোধতার পরিচয়কে সুদৃঢ়ই করেনি , ‘সাগরের নির্বোধত্ব’ বইটিকে সমৃদ্ধও করেছিলো ।

(৩)

চুরির ঘটনার থেকেও মাহাত্ম বেশি ছিলো সাগরের এমন কাভের । তাই আমাদের পুরো ‘পাঁচতালা’ কমিটি সাগরের বাড়িতে ভীর করলাম । সাগরের মুখমন্ডলে বা চলাফেলায় অনুশোচনার লেশমাত্র নেই ! এটা দেখেই কিনা সৌরভ বলে উঠল, ‘সাগরই বাড়িতে চুরি করাইনি তো ?’ ।

যাইহোক , পরবর্তীতে আমরা সাগরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে বিষয়টি কি ।

সাগর তক্ষুনি তাহার বুক আকাশে-বাতাসে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া, আগ্নেয়গিরির অগ্নুপাতের মতো নাক দিয়া গবের নিঃশ্বাস বাহির করিয়া দিয়া,বজ্রের ন্যায় কঠোর অথচ স্নিয়মান কঠে বলিয়া উঠিল এক অমোঘ বাণী । বাণীটি কি ?

?

?

বাণীটি হলোঃ ‘চুর পালালে বুদ্ধি বাড়ে ।’